মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্য (১৫/০২/২০২৪ তারিখে হালনাগাদকৃত)

আপিল বিভাগে চলমান মামলা				
ক্রম	**মামলা নম্বর**	**পিটিশনার/ রেসপন্ডেন্ট**	**মামলার বিষয়বস্তু**	**সর্বশেষ অবস্থা/মন্তব্য**
১	**সিভিল রিভিউ পিটিশন ৭৫১/২০১৭**	সরকার বনাম অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান সিদ্দিকী	**সংবিধান ষোড়শ সংশোধন সংক্রান্ত:** হাইকোর্ট বিভাগের রায়ে সংবিধান (১৬তম সংশোধন) আইন বাতিল করা হয়। উক্ত রায়ের বিরূদ্ধে সিভিল আপিল ০৬/২০১৭ দায়ের করা হলে হাইকোর্টের রায় বহাল থাকে। সিভিল আপিলের রায়ের বিরূদ্ধে সরকার-পক্ষে রিভিউ দায়ের করা হয়েছে। বিচারাধীন বিষয় মূলত আইন ও বিচার বিভাগের পরিধিভুক্ত হলেও, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে আপিল/রিভিউ দায়ের হয়েছে।	সর্বশেষ ১৫/০২/২০২৪ তারিখে শুনানীর জন্য ধার্য ছিল, শুনানি হয়নি। সম্প্রতি রিট পিটিশনার ৭ জন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চের প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে দায়েরকৃত রিভিউ ৬ জন বিচারপতির বেঞ্চ শুনতে পারেন কি না, সে বিষয়ে চ্যালেন্জ করেন। শুনানি-অন্তে ৬ জন বিচারপতির বেঞ্চ অত্র রিভিউ শুনানি করতে পারেন-মর্মে আদেশ দেয়া হয়েছে। সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের পাশাপাশি বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগ করা যেতে পারে।
২	**সিভিল রিভিউ পিটিশন ৩৮/২০১৭**	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বনাম মোঃ আতাউর রহমান	**ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স সংক্রান্ত:** হাইকোর্ট বিভাগ প্রদত্ত রায়ে ৮ টি নির্দেশনা প্রদান করে সরকার বিপক্ষে রুল চূড়ান্ত করা হয়। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে সিভিল আপিল নম্বর ৪১/১১ দায়ের করা হয়। সিভিল আপিলের রায়ে হাইকোর্ট বিভাগ প্রদত্ত ৮ দফা নির্দেশনার পরিবর্তে ৩ দফা নির্দেশনা প্রদান করে রায় দেয়া হয়। সিভিল আপিলের রায়ের বিরূদ্ধে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক রিভিউ দায়ের করা হয়েছে।	শুনানি মুলতুবি রয়েছে। সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের পাশাপাশি প্রথিতযশা বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগ করা যেতে পারে।
৩	**সিভিল আপিল ৪৩-৪৫/২০১৮**	সরকার বনাম বিভিন্ন ব্যক্তি	**মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত:** মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের (একত্রে শুনানিকৃত) তিনটি রিট পিটিশনের রায়ে মোবাইল কোর্ট আইনের ৫, ৬(১)(২)(৪), ৭, ৮(১), ৯, ১০, ১১, ১৩ ও ১৫ ধারাসমূহ বাতিল ঘোষণা করা হয়। উক্ত রায়ের বিরূদ্ধে সরকার-পক্ষে ০৩ (তিন) টি আপিল দায়ের করা হয়।	আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করেছেন। বর্তমানে শুনানির অপেক্ষায় আছে; কার্যতালিকায় আসেনি। সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের পাশাপাশি প্রথিতযশা বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগ করা যেতে পারে।
৪	**সিপিএলএ: ১২৪৩/২৩**	সরকার বনাম এ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান সিদ্দিকী	**আদালত অবমাননা আইন সংক্রান্ত:** হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নম্বর-২৯৬৪/২০১৩ এর রায়ে আদালত অবমাননা আইন ২০১৩ বাতিল করে রহিতকৃত Contempt of Court Act,1926 পুনরুজ্জীবিত (restore) করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। বিষয়টি মূলত আইন ও বিচার বিভাগের পরিধিভুক্ত হলেও, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে সরকারপক্ষে লিভ-টু-আপিল দায়ের করা হয়েছে।	১১/০২/২০২৪ তারিখে সর্বশেষ শুনানির জন্য ধার্য ছিল। শুনানি হয়নি। সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের পাশাপাশি প্রথিতযশা বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগ করা যেতে পারে।
৫	**সিপিএলএ ১৬৪০-৪২/২০২৩**	স্থানীয় সরকার বিভাগ বনাম চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, দুমকি ও সভাপতি বাংলাদেশ উপজেলা পরিষদ এসোসিয়েশন/অন্যান্য	**উপজেলা পরিষদ সংক্রান্ত:** হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন: ৯৮৮৬/২০২০, ৯৫৯৩/২০২০ ও ৫৫১০/২০২০ এ একত্রে শুনানি করে প্রদানকৃত রায়ে অধিকাংশ বিষয়ে সরকার-পক্ষে নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে উক্ত রায়ে, আইনের ৩৩ ধারাবলে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত বিধানটি বাতিল করা হয়। সরকারপক্ষ থেকে রায়ের উক্ত অংশের বিরূদ্ধে লিভ-টু-আপিল করা হয়েছে। আপিল বিভাগ উক্ত আদেশের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে। সম্প্রতি লিভ মন্জুর করা হয়েছে।	মাননীয় চেম্বারজজ হাইকোর্ট বিভাগের আদেশের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছেন। সর্বশেষ ৩১/০৮/২০২৩ তারিখের আদেশে লিভ মন্জুর করা হয়েছে। সিভিল আপিল নম্বর পাওয়া যায়নি।

হাইকোর্ট বিভাগে চলমান মামলা				
ক্রম	**মামলা নম্বর**	**পিটিশনার/রেসপন্ডেন্ট**	**মামলার বিষয়বস্তু**	**সর্বশেষ অবস্থা/মন্তব্য**
১	**রিট পিটিশন নম্বর ৭৭৪৮/২০০৯**	এ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান সিদ্দিকী বনাম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	**সিআরপিসি'র ১৪৫ ও ১৪৭ ধারা সংক্রান্ত:** ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৫ ও ১৪৭ ধারায় বর্ণিত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের অপরাধ প্রতিরোধমূলক আদালত পরিচালনার বিধান/পদ্ধতি চ্যালেন্জ করা হয়েছে।	সর্বশেষ ২৪/১১/১৬ তারিখে আংশিক শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে আর কজলিস্টে আসেনি। মামলায় ৪ জন এমিকাস কিউরির বক্তব্য গ্রহণ করা হয়েছে।
২	**রিট পিটিশন নম্বর ১৫৩৯১/২০২২**	মো: আবদুল্লাহ আল হারুন ভুইয়া বনাম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	**'জয় বাংলা' শ্লোগানের সাথে 'জয় বঙ্গবন্ধু'** কে অন্তর্ভুক্ত করা সংক্রান্ত।	জবাব দাখিলের জন্য সময় প্রার্থণা করে সলিসিটর বরাবর ১৮/১০/২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জবাব উপস্থাপন করা হয়েছে; সদয় অনুমোদন হলে প্রেরণ করা হবে।
৩	**রিট পিটিশন নম্বর ৯২৪৩/২০২১**	সুবির নন্দী দাস বনাম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	**১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট নির্মম হত্যাকান্ডের পশ্চাতে ষড়যন্ত্রকারীদের স্বরুপ ও প্রকৃত ঘটনা উন্মোচনে** কমিশন অফ ইনকোয়ারি গঠনের রুল ইস্যু করা হয়েছে।	জবাব দাখিলের জন্য সময় প্রার্থণা করে সলিসিটর বরাবর ১৮/১০/২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জবাব উপস্থাপন করা হয়েছে; সদয় অনুমোদন হলে প্রেরণ করা হবে।
৪	**রিট পিটিশন নম্বর ৭৭৬৩/২০২২**	ড.বদিউল আলম মজুমদার বনাম তথ্য কমিশন	**নির্বাচন কমিশন গঠন সংক্রান্ত কার্যক্রমের তথ্য** চেয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দায়েরকৃত আবেদনটি না-মন্জুর হওয়ায় উহার বিরূদ্ধে পিটিশনারগণ তথ্য কমিশনে আপিল দায়ের করেন। তথ্য কমিশন উক্ত আপিল খারিজ করেন। তথ্য কমিশনের উক্ত আদেশের বিরূদ্ধে রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে।	গত ০৯/১১/২০২৩ তারিখে মামলার সর্বশেষ তারিখ ছিল; শুনানি হয়নি। বিষয়টি তথ্য কমিশনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ায় এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবহিত করার জন্য তথ্য কমিশন/মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা যায়।

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা				
ক্রম	**মামলা নম্বর**	**মামলার বাদী**	**মামলার বিষয়বস্তু**	**সর্বশেষ অবস্থা/মন্তব্য**
১	**প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের এটি মামলা নং- ১৪৫/২০২৩ (নতুন); ৩২৪/২০২১ (পুরাতন)**	মো: মোজাহিদুল ইসলাম, অফিস সহায়ক (বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত)	মামলার বাদী একটি রাজনৈতিক দলের গুলশানস্থ কার্যালয়ে গোপন বৈঠকে অংশগ্রহণ করে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ লঙ্ঘন করায় তার বিরুদ্ধে অসদাচারনের অভিযোগে ০১/২০১৫ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত মামলায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করে শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৪(খ) মোতাবেক ০৫/০১/২০২১ তারিখে "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" গুরুদণ্ড আরোপ করা হয়। বাদী উক্ত আদেশের বিরূদ্ধে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলা করেছেন।	ক) মামলার দফাওয়ারি জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। খ) প্রশাসন ও শৃংখলা অধিশাখার ১৯/০২/২৩ তারিখের আদেশে বাদীকে তার অনুকূলে বরাদ্দকৃত সরকারি বাসা গণপূর্ত বিভাগের নিকট হস্তান্তর করার জন্য বলা হলে, বাদী উক্ত আদেশ স্থগিত চেয়ে উক্ত মামলায় একটি স্বতন্ত্র দরখাস্ত দায়ের করেন। তদপ্রেক্ষিতে ট্রাইব্যুনাল আদেশটি পরবর্তী তারিখ পর্যন্ত স্থগিত ও কারণ দর্শানোর আদেশ প্রদান করেন। আইন অধিশাখা হতে ০৫/০৪/২৩ তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তী শুনানির তারিখ ধার্য হয়নি।
২	**প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের এএটি মামলা নম্বর- ২৫/২০২৩**	জনাব শেখ মোতাহার হোসেন (চাকুরি থেকে অপসারণকৃত) অফিস সহায়ক	মামলার বাদীর অভ্যাসগতভাবে বিলম্বে উপস্থিতি, বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা, অনুপস্থিত থেকেও হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করায় 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ তার বিরুদ্ধে ০১/২০১৮ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করে ২২/০৫/২০১৮ তারিখে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৪(৩) (সি) মোতাবেক চাকরি থেকে অপসারণের আদেশ প্রদান করা হয়। বাদী উক্ত আদেশের বিরূদ্ধে এ বিভাগে আপিল আবেদন করলে ০২/২০১৮ নং আপিল মামলায় প্রদত্ত আদেশে অপসারণের আদেশ বহাল রাখা হয়। বাদী উক্ত আদেশের বিরূদ্ধে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে এটি মামলা নং- ১৯৯/২০১৮ (নতুন), ২০০/২০১৮ (পুরাতন) দায়ের করেন। উক্ত মামলায় ২৮/০৮/২০২২ তারিখে প্রদত্ত রায়ে বাদীকে চাকরি থেকে অপসারণের পরিবর্তে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়ার জন্য রায় প্রদান করা হয়েছে। উক্ত রায়ে সংক্ষুব্ধ হয়ে বাদী অত্র এএটি মামলা দায়ের করেছে।	ক) জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য এ বিভাগের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সলিসিটর অনুবিভাগ থেকে আইনজীবী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২৪/০৪/২০২৪ বাদী-পক্ষে পেপারবুক দাখিলের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। খ) এএটি মামলার রায়ে বাদীকে চাকরি থেকে অপসারণের পরিবর্তে বাধ্যতামূলক অবসর এর আদেশ প্রদান করায়, এ বিভাগের পক্ষ থেকে উক্ত আদেশের বিরূদ্ধে সরকার-পক্ষে আপিল দায়েরের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে সলিসিটর অনুবিভাগ থেকে আইনজীবী নিয়োগ দেয়া হয়। আইনজীবী যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করায় তাকে পরিবর্তন ও আপিল দায়ের নিশ্চিতকরণের জন্য ১৫/০২/২৪ তারিখে সলিসিটর অনুবিভাগে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।